শাহবাগের আন্দোলন এবং লাগামহীন প্রত্যাশা

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে একদিকে জামাত-শিবিরের হরতাল আর ভাংচুর এবং অন্যদিকে সরকার এবং পুলিশ বাহিনীর নিস্ক্রিয়তা'র ফলে; মুক্তমনা সাধারন মানুষের মধ্যে যখন হতাশা আর আতংক চরমে, ঠিক তখনই শাহবাগ থেকে শুরু হয়েছে 'এই প্রজন্মের মুক্তিযূদ্ধের পক্ষের শক্তি'র যূদ্ধাপরাধীদের ফাঁসির দাবীর আন্দোলন। আর এই আন্দোলন শুধু ঢাকাতেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই, ছড়িয়ে পরেছে সমগ্র দেশে।

অনেকেই পত্র-পত্রিকার সাথে তাল মিলিয়ে বলতে শুরু করেছে এখান থেকেই 'তাহরির স্কয়ার'এর মত অন্দোলন হবে, দেশ বদলে যাবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। মিশর, তিউনিসিয়া'র রেভূলিউশান এর সাথে এই আন্দোলনের তূলনা করা'টা সর্ম্পূন বোকামি ছাড়া কিছুই না। আমদের দেশের এই 'শাহবাগ আন্দোলন' এর দাবী নির্দিষ্ট এবং এর পরিধিও সীমাবদ্ধ।

যদিও স্বতর্স্ফূত ভাবে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সাধারন মানুষ এই আন্দোলনে প্রতিদিন যোগ দিচ্ছেন তার পরও সঙ্ঘবদ্ধ দলীয় সর্মথন ব্যাতীত এই আন্দোলন র্দীঘস্থায়ী হতে পারে না। যদিও কোন দল সরাসরি এই আন্দোলন এর নেতৃত্ব দিচ্ছে না, তবে বাম ঘেঁষা দলগুলির ছাত্র সংগঠন গুলিই (বিশেষত ছাত্র ইউনিয়ন হচ্ছে এই আন্দোলনের নিউক্লিয়াস)।

অনান্য প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের র্কমীরাও আছে এই আন্দোলনে। তারা'ও তাদের চিরশত্রু জামাত আর শিবিরের বিরূদ্ধে আন্দোলেনের জন্য সঠিক সূযোগ ও সময়ের অপেক্ষায় ছিল। অনূকুল পরিস্থীতি আর সরকারের পরক্ষ্য মদত'এ তারাই মূলত এই আন্দোলনের নীরব রূপকার। আর মিডিয়ার সব্বাত্মক সর্মথনে এই আন্দোলন আরো জোরদার হচ্ছে প্রতিদিনই। এবং আরও হবে, যতদিন না আওয়ামী নেতৃত্ব শাহবাগ আন্দোলনের সাথে প্রতক্ষ্যভাবে জড়িয়ে না পড়েন।

এই আন্দোলন এবং মুক্তিযূদ্ধের পক্ষের শক্তির প্রতি অভাবিত জনসর্মথনের ফলে; জামাত-শিবির এবং অনান্য স্বাধীনতা বিরোধি শক্তি এখন রাজপথ ছেড়ে র্গতে ঢুকেছে আর অন্যদিকে যূদ্ধাপরাধীদের ফাঁসির দাবীকে গনদাবী'তে পরিনত করেছে। দুখঃজনক হলেও সত্যি, এই আন্দোলনের ফলে, পদ্মা সেতু, শেয়ার মার্কেট, সাগর-রুনি হত্যাকান্ড, ডেসটিনি এবং হলমার্কে'র মত গুরুত্বর্পূন ইস্যূ থেকে জনসাধারনের দৃষ্টি শহবাগে সরে গ্যাছে। র্বতমান সরকারের জন্য, এই মূহুর্তে এর চেয়ে ভাল আর কিছু হতে পারে না।

এই পরিস্থীতি'তে সম্ভবত বাম ঘেঁষা দলগুলি এবং আওয়ামী লিগের প্রভাবশীল বাম-বলয় চাইবে তাদের এজেন্ডা'কে তুলে ধরতে (যেমন ধর্ম-ভিত্তিক রাজনীতি এবং র্অথনীতি নিষিদ্ধ করা ইত্যাদি) এবং সম্ভব হলে বাস্তবায়ন করাতে। আমার মনে হয় না, সরকারী দল তাদের ফাঁদে পা দিবে বা কট্টর অবস্থানে যাবে। সরকারী দল মধ্য পথ অবলম্বন করবে এবং কিছু রাজাকার'কে হয়তো ফাঁসি দিয়ে দিবে।

নিব্বাচনের বছর, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের এই গন-জোয়ারে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের রাজনৈতিক দলগুলি'ই লাভবান হবে আর তার প্রতিফলন ঘটবে আগামী নিব্বাচনে (যদি হয়)! গতপরশু আমার এক ছোট ভাই (প্রাক্তন ছাত্রদল নেতা) আভিযোগের সুরে বলল, 'আওয়ামী লীগ মূক্তিযূদ্ধকে দলীয়করন করেছে"। আমি উত্তরে উদাহরন দিলাম, 'জয় বাংলা' হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের শ্লোগান, বি, এন, পি ছাড়াও অন্যদলগুলি; এমনকি সি, পি, বি বা জাসদ'ও এই শ্লোগান র্বজন করেছে সেই ১৯৭২ সাল থেকে, এই দোষ'কি আওয়ামী লীগের?'

১৯৭৫ সালে বাকশাল এক্সপেরিমেন্টের ব্যর্থতা, ইত্তেফাক এবং মৌলবাদী'দের প্রচারনার পর ইসলাম র্ধম'কে আওয়ামী বিরোধীরা তাদের সম্পত্তি'তে পরিনত করেছিল। আওয়ামী বিরোধীদের ১৯৯৬ সালের নিব্বাচনে'র অন্যতম শ্লোগান ছিল,'আওয়ামী লিগ ক্ষমতায় আসলে দেশ থেকে ইসলাম র্ধম উঠে যাবে" মসজিদে আজানের পরিবর্তে উলূধ্বনি শুনা যাবে'!!!

সেই পরিস্থীতিতে আওয়ামী লিগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা, মাথায় কালো ফেট্টি (হিজাব'এর আত্নীয়) বেঁধে, পোস্টারে 'আল্লাহ সব্বশক্তিমান' লিখে, মৌলবাদী'দের ইসলাম র্ধমকে দলীয়করন করার অপচেষ্টা সাফল্যের সাথে প্রতিহত করেছিলেন। দেরীতে হলেও আওয়ামী লিগ এবং তার সভানেত্রী তাদের জনবিচ্ছিনতা এবং ভূল বুঝতে পেরেছিলেন।

আওয়ামী বিরোধীরা কবে তাদের ভূল বুঝতে পারবে, এবং মুক্তিযূদ্ধের পক্ষে এসে দাঁড়াবে এখন সেই অপেক্ষায় রইলাম।

নাজমুল আহসান শেখ, ১১ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ সিডনী, victory1971@gmail.com